গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়
৪১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা ও মেট্রো কার্যালয়ের আওতাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে zoom Online platform-এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোহাম্মদ গোলাম আজম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সভার তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সভার সময় : বিকাল ৩টা
স্থান : zoom Online platform
উপস্থিতি : zoom Online platform

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, সর্বসাধারণের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর সর্বশেষ পরিণতি যে মৃত্যু সে বিষয়ে তাদের উপলব্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাব/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের গুরুত্ব অপরিসীম।

২। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.১ প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন যে কোন ৪টি জেলা কার্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি জেলা কার্যালয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ক্লাব/ সংগঠন/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ৮টি দল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে এবং প্রতিটি জেলায় বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে ৭টি। অংশগ্রহণকারী ৮টি দল হতে নক আউট পদ্ধতিতে ১টি দল চ্যাম্পিয়ন হবে।

২.২ প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীন ৪টি জেলা কার্যালয় হতে বিজয়ী ৪টি দল এর মধ্যে ৩টি বিতর্ক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে। ৪টি দল থেকে নক-আউট পদ্ধতিতে ১টি দল চ্যাম্পিয়ান হবে।

২.৩ ঢাকা মেট্রো উত্তর এবং দক্ষিণ কার্যালয়ের প্রতিটি কার্যালয়ে ১৬টি দল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে; ঢাকা মেট্রো উত্তর এবং দক্ষিণ কার্যালয়ের প্রতিটি কার্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে ১৫টি। অংশগ্রহণকারী ১৬টি দল হতে নক আউট পদ্ধতিতে ১টি দল চ্যাম্পিয়ন হবে।

২.৪ চট্টগ্রাম মেট্রো উত্তর এবং দক্ষিণ কার্যালয়ের প্রতিটি কার্যালয়ে ৮টি দল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে; চট্টগ্রাম মেট্রো উত্তর এবং দক্ষিণ কার্যালয়ের প্রতিটি কার্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে ৭টি। ৮টি দল থেকে নকআউট পদ্ধতিতে ১টি দল চ্যাম্পিয়ান হবে।

২.৫ বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য নিম্নরূপে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। যথাঃ

ক্রমিক	বিভাগ/জেলা কার্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সংখ্য	অংশগ্রহণকারী জেলার সংখ্য	বিভাগীয়/ মেট্রো কার্যালয়ের সংখ্যা	প্রতিটি প্রতিযোগিতার জন্য বরাদ্দকৃত আর্থের পরিমাণ	বিবরণ	মোট টাকার পরিমাণ
১	জেলায় বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সংখ্যা ৭টি	৪টি	৮টি	২৫,০০০/-	৭ X ৪ X ৮ X ২৫,০০০	৫৬,০০,০০০/-
২	বিভাগীয় কার্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সংখ্যা ৩টি	---	৮টি	৩৫,০০০/-	৩ X ৮ X ৩৫,০০০	৮,৪০,০০০/-

৩	ঢাকা মেট্রো উত্তর ও দক্ষিণ কার্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সংখ্যা ১৫+১৫= ৩০টি	--	০২টি	৩০,০০০/-	১৫ X ২ X ৩০,০০০	৯,০০,০০০/-
৪	চট্টগ্রাম মেট্রো উত্তর ও দক্ষিণ কার্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সংখ্যা ৭+৭= ১৪টি	--	০২টি	৩০,০০০/-	৭ X ২ X ৩০,০০০	৪,২০,০০০/-
সর্বমোট টাকার পরিমাণ						**৭৭,৬০,০০০/-**

২.৬ বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের শর্তাবলী/নির্দেশনাসমূহ:

২.৬.১ জানুয়ারি ২০২৬ এর মধ্যে জেলা/মেট্রো কার্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। পরবর্তী ধাপ এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২.৬.২ উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগী দলসমূহ গঠন করতে হবে।

২.৭ মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠণ করা যেতে পারে:

(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সভাপতি
(খ) জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(গ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(ঘ) জেলা কালচারাল অফিসার	সদস্য
(ঙ) উচ্চ মাধ্যমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/প্রতিনিধি	সদস্য
(চ) উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা/মেট্রো কার্যালয়	সদস্য সচিব

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৮ বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে। যথা:

১) মাদক সেবন শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি।
২) মাদকই সমাজের নৈতিক কাঠামো ধ্বংস করার একমাত্র কারণ।
৩) অভিভাবকের উদাসীনতাই মাদক অপরাধের একমাত্র কারণ।
৪) মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে পরিবারই একমাত্র ভূমিকা পালন করে।
৫) দারিদ্র্য মাদকাসক্তির মূল কারণ নয়, এটি একটি অজুহাত।
৬) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদক সবচেয়ে বড় অদৃশ্য সংকট।
৭) তরুণদের মাদকাসক্তির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী।
৮) বয়সই মাদক ঝুঁকির সবচেয়ে বড় কারণ।
৯) মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার নয়, পুনর্বাসন প্রয়োজন।
১০) কঠোর শাস্তিই মাদক সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ।
১১) মাদক নিয়ন্ত্রণে শাস্তিমুখী নীতির চেয়ে সহায়ক নীতি কার্যকর বেশী।
১২) মাদকাসক্তি একটি রোগ, অপরাধ নয়।
১৩) মাদক সমস্যাকে জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে দেখা উচিত অপরাধ নয়।
১৪) পুনর্বাসনই মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের একমাত্র উপায়।
১৫) পরিবার, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ-ই মাদকমুক্ত সমাজগঠনে একমাত্র উপায়।
১৬) পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যাওয়াই মাদকাসক্তির মূল কারণ।
১৭) সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলাই মাদক প্রতিরোধের কার্যকর হাতিয়ার।
১৮) ধর্মীয় মূল্যবোধই মাদক প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
১৯) সোশ্যাল মিডিয়া মাদককে গ্ল্যামারাইজ করছে।
২০) মিডিয়া সচেতনতাই মাদক প্রতিরোধে যথেষ্ট।
২১) ডিজিটাল ড্রাগ ডিলিং ভবিষ্যতের বড় হুমকি।

২২) অনলাইন গেমিং ও আসক্তিই মাদক ব্যবহারে প্রভাব ফেলে।
২৩) আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ছাড়া মাদক নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব।
২৪) গবেষণাভিত্তিক নীতি ছাড়া মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হবেই।
২৫) মাদক ব্যবসা দমনে বড় অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় তা দিন দিন বাড়ছে।
২৬) মাদকাসক্তদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে বড় বাধা।
২৭) মানবাধিকার লঙ্ঘন করে মাদক দমন গ্রহণযোগ্য নয়।
২৮) মাদকবিরোধী আইন দরিদ্রদের জন্য কঠোর, ধনীদের জন্য নমনীয়।
২৯) মাদক নিয়ন্ত্রণে আইন নয়, মূল্যবোধ বেশি জরুরি।
৩০) মাদকবিরোধী শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।
৩১) প্রতিরোধই মাদকাসক্তি চিকিৎসার চেয়ে বেশি কার্যকর।
৩২) তরুণরাই মাদকবিরোধী আন্দোলনের প্রধান শক্তি হওয়া উচিত।
৩৩) কমিউনিটি-ভিত্তিক উদ্যোগ ছাড়া মাদক প্রতিরোধ সম্ভব নয়।
৩৪) "কঠোর আইন প্রয়োগই মাদক নিয়ন্ত্রণে একমাত্র কার্যকর সমাধান"।
৩৫) "মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন পর্যাপ্ত নয়, আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন"।
৩৬) "মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনই সর্বোত্তম প্রতিরোধ"।
৩৭) "মাদক নিরাময়ে সামাজিক অঙ্গীকারের চেয়ে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অধিক প্রয়োজন"।
৩৮) "মাদকাসক্তি প্রতিরোধে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ"।
৩৯) "মাদকাসক্তির মূল কারণ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব"।
৪০) "প্রযুক্তির অপব্যবহার মাদকাসক্তির প্রধান কারণ"।
৪১) "মাদকাসক্তি নিরাময়ে rehab center-এর চেয়ে কাউন্সেলিং বেশি কার্যকর"।
৪২) "মাদকের কুফল প্রচারে গণমাধ্যমের ভূমিকা যথেষ্ট নয়"।

জেলা/মেট্রো কার্যালয়সমূহ বর্ণিত বিষয়সমূহের বাইরে মাদকবিরোধী প্রাসঙ্গিক বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করতে পারবে।

৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ গোলাম আজম)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর:- ৫৮.০২.০০০০.০০৭.৩৫.০০২.২৪.৬

তারিখ: ৭ জানুয়ারি ২০২৬ / ২৩ পৌষ ১৪৩২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/নিরোধ শিক্ষা/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
২. জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা),.....
৩. চীফ কনসালটেন্ট,কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা
৫. অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর ও ময়মনসিংহ এবং অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) শাখা,মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
৬. অধ্যক্ষ (সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান),.....
৭. উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা/মেট্রো কার্যালয় (সকল)
৮. উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, (নিরোধ শিক্ষা/প্রশাসন/অপারেশনস্ /চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
৯. প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০. জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা কালচারাল অফিসার
১১. সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা/মেট্রো কার্যালয় (সকল)
১২. প্রধান শিক্ষক (সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান), ...
১৩. মহাপরিচালকের স্টাফ অফিসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৪. অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৫. অফিস কপি/মাস্টার ফাইল

07.01.26

(মাজহারুল ইসলাম)
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)